Prime Minister Delivers Special Key Note Address at the US-India 2020 Summit of US-ISPF

September 03, 2020

প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা-আইএসপিএফ-এর আমেরিকা-ভারত 2020 শীর্ষ সম্মেলনে মুখ্য ভাষণ প্রদান করেছেন।

সেপ্টেম্বর 03,2020

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আমেরিকা- আইএসপিএফ-এর আমেরিকা-ভারত 2020 শীর্ষ সম্মেলনে মুখ্য ভাষণ প্রদান করেছেন।

আমেরিকা-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব ফোরাম(ইউএসআইএসপিএফ) হল একটি অলাভ জনক প্রতিষ্ঠান যেটি ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে অংশীদারিত্ব নিয়ে কাজ করে থাকে।

31 শে অগাষ্ট শুরু হওয়া 5 দিন ব্যাপী এই শীর্ষ সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল "নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমেরিকা-ভারতের অভিগমন"।

শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "বিশ্বব্যাপী অতিমারীর প্রভাব আমাদের সকলের উপরে পড়েছে , যেটি আমাদের স্থিতিস্থাপকতা, আমদের জনস্বাস্থ্য পদ্ধতি, আমাদের আর্থিক পদ্ধতির পরীক্ষা নিচ্ছে''।

তিনি বলেন, " একটি সতেজ মানসিক ইচ্ছা হল বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা। এমন একটি মানসিক ইচ্ছা যার পন্থা হল মানবিকতা কেন্দ্রিক বিকাশ। যেখানে প্রত্যেকের মধ্যে সহযোগিতার একটি প্রবণতা রয়েছে"।

সামনের দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, আমাদের দেশের নাগরিকদের ক্ষমতা, গরীবদের সুরক্ষা প্রদান এবং ভবিষ্যৎ রক্ষা বাড়ানোর উপরে দেশ তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে।

.

COVID এর সাথে লড়াই এবং নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার সুবিধা প্রদানকে বাড়ানোর জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সকল দ্রুত পদক্ষেপগুলি, আমাদের দেশে 130 কোটি জনসংখ্যা এবং সীমিত সংস্থান সহ বিশ্বের মধ্যে প্রতি দশলক্ষে মৃত্যুর হার সবথেকে কম সুনিশ্চিত করেছে"।

তিনি তার সন্তোষ ব্যক্ত করে বলেছেন যে, "আমাদের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, বিশেষত ক্ষুদ্র ব্যবসা অতি সক্রিয় রয়েছে"। তিনি বলেন, "প্রায় নিঃসম্বল অবস্থা থেকে শুরু করে, তারা আমাদের বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম পিপিই কিট উৎপাদকে পরিণত করেছে"।

বিভিন্ন সংস্কারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন , “অতিমারি 130 কোটি ভারতীয়র উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাভিলাষের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে”।

তিনি বলেন, “ সাম্প্রতিক কালে দেশে সুদূরব্যাপী সংস্কার সাধন হয়েছে যাকিনা ব্যবসাকে সহজতর করেছে এবং লাল-ফিতের ফাঁসকে আলগা করেছে”।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, “ বিশ্বের বৃহত্তম আবাস যোজনার কাজ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনের পরিকাঠামোকে প্রসারিত করা হচ্ছে”।

প্রধানমন্ত্রী রেল,সড়ক এবং আকাশ পথের সংযোগ বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন।

.
তিনি বলেন, “জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য আয়োগ তৈরি করার জন্য ভারত একটি অনন্য ডিজিটাল মডেল তৈরি করছে”।

“ লক্ষাধিকের কাছে ব্যাংকিং, ঋণ, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং বিমা প্রদানের জন্য আমরা সর্বোত্তম হাল্কা-প্রযুক্তি(ফিন-টেক) ব্যবহার করছি। বিশ্বমানের প্রযুক্তি এবং বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিকে ব্যবহার করে আমরা এই সকল উদ্যোগগুলিকে গ্রহণ করেছি” তিনি বলেন।

মোদি বলেছেন , “এই অতিমারি বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী সরবরাহের শৃংখলের বিকাশের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র মূল্যের ভিত্তিতে করা উচিত নয়। সেগুলি বিশ্বাসের ভিত্তিতে করা উচিত। কোম্পানিগুলি এখন ভৌগোলিক জোগান সহ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থির নীতিরও প্রত্যাশা করে। ভারত হল সেই জায়গা যেখানে এই সকল গুণাবলী রয়েছে”।

এই সকল কারণে”, তিনি বলেন, “বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত অন্যতম অনুকূল লক্ষ্যস্থল হতে চলেছে”।

তিনি বলেন,” আমেরিকা হোক, ইউরোপ হোক বা গলফই হোকনা কেন বিশ্ব এখন আমাদের বিশ্বাস করে। এই বছরে আমরা 20 বিলিয়ন ডলারের বেশী বিদেশী বিনিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছি। গুগল, আমাজন এবং মুবাডালা ভারতের জন্য দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা ঘোষনা করেছে”।

প্রধান মন্ত্রী স্বচ্ছ এবং অনুমানযোগ্য ভারত প্রস্তাব এবং কিভাবে এই পদ্ধতি সৎ করদাতাদের উৎসাহিত এবং সাহায্য করে সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “ জিএসটি হল একরূপ, সম্পূর্ণভাবে সক্ষম অপ্রত্যক্ষ কর পদ্ধতি”।

শ্রী মোদী সম্পূর্ণ আর্থিক পদ্ধতিতে ঝুঁকি কমানোর জন্য ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য এবং দেউলিয়া নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।তিনি, ব্যাপক শ্রমিক সংশোধন, যেটি নিয়োগকর্তাদের বোঝা কমানো এবং কিভাবে সেটি কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করবে তার কথাও বলেছেন।

বৃদ্ধি বাড়াতে বিনিয়োগের গুরুত্ব এবং ভারত কিভাবে চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলছে প্রধানমন্ত্রী সে কথা আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, " ভারতকে বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন কর প্রদানের লক্ষ্যস্থল হিসেবে তৈরি করে এবং নতুন উৎপাদক সংস্থাকে আরও ইনসেনটিভ প্রদান করে এটা করা হচ্ছে"।

প্রধানমন্ত্রী বাধ্যতামূলক ই-প্লাটফর্ম নির্ভর 'মুখহীন মূল্যায়ন (ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট)'-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেন, " এটি করদাতাদের সনদ সহ নাগরিকদের সাহায্য প্রদানে সুদূর প্রসারী হবে। বন্ডের বাজারে ধারাবাহিক নিয়ামক সংশোধনী বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজগম্যতাকে সুনিশ্চিত করবে"।

তিনি বলেন, "যেখানে বিশ্বে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এক শতাংশ পড়ে গেছে সেখানে ভারতে 2019 সালে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ 20 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি আমাদের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের রাজত্বকালের সফলতাকে প্রদর্শন করে"।

শ্রী মোদী বলেন, " উপরোক্ত সকল পদক্ষেপগুলি উজ্জ্বলতর এবং সমৃদ্ধিশালী আগামীকালকে সনিশ্চিত করবে। সেগুলি আরো শক্তিশালী বিশ্ব অর্থনীতিতেও অবদান রাখবে"।
একটি আত্মনির্ভর ভারত বা আত্ম নির্ভরশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে 130 কোটি ভারতবাসীর শুরু করা মিশনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " এটি দেশের সাথে বিশ্বকে মিশিয়ে দিয়েছে এবং ভারতের সেই শক্তি বিশ্বের গতিবর্দ্ধক হিসেবে কাজ করবে"।

তিনি বলেন, " এটি ভারতকে শুধুমাত্র একটি নিষ্ক্রিয় বাজার থেকে বিশ্বিব্যাপী মানের শৃংখলের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি উৎপাদক কেন্দ্রস্থলে রূপান্তর করছে"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, " সুযোগের রাস্তা বিশেষত বেসরকারি এবং সরকারি সেক্টরের কাছে সামনের দিকে সম্পূর্ণরূপে আরও প্রসারিত"। এবং কয়লা, খনি, রেল, সুরক্ষা, মহাকাশ এবং আনবিক শক্তির মত ক্ষেত্রগুলিকে উন্মুক্ত করে দেবার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

তিনি কৃষিক্ষেত্রে সংশোধন সহ মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক্স , চিকিৎসা সামগ্রী, ওষুধ শিল্পে উৎপাদন সংযুক্ত ইনসেনটিভের কথাও উল্লেখ করেছে।

.

প্রধানমন্ত্রী শীর্ষ সম্মেলনে বলেছেন যে, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতে এমন একটি সরকার রয়েছে যেটি ফল প্রদানে বিশ্বাস করে, এমন একটি সরকার যার কাছে সহজ ভাবে জীবন যাপন, সহজ ভাবে ব্যবসা করার সাথে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি ভারতকে একটি যুবক দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেখানে জনসংখ্যার 65% জনগণের বয়স 35 বছরের নীচে যা কিনা উৎসাহব্যঞ্জক এবং জাতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, " ভারত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার একটি দেশ এবং সে গণতন্ত্র এবং বৈচিত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ"।

নিউ দিল্লি
সেপ্টেম্বর 03,2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.